রাসূল সা.-এর জীবনাদর্শ শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি

শাহ আব্দুল হান্নান

আমি অল্প বয়সে রাসূল সা.-এর জীবনী পড়েছি। এর ফলে তার অসাধারণ জীবনাদর্শে প্রভাবিত হয়েছি। তখনই আমার জীবনের মোড় পরিবর্তন হয়ে যায়।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসূল সা.-এর জীবনী পড়া জরুরি। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এক দিকে কুরআন পাঠিয়েছেন, অন্য দিকে রাসূল সা.-কে পাঠিয়েছেন। এ জন্য রাসূল সা.-এর জীবনী জানা জরুরি।

আমার জানা মতে, রাসূল সা.-এর জীবনীর পূর্ণ বিবরণ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না। সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও রাসূল সা.-এর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাকে ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স স্কুল ও কলেজে পড়ানো উচিত। আমি আলোচনা করে দেখেছি, বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী রাসূল সা.-এর জীবনী পড়েনি। এ জন্য আমি মনে করি, অভিভাবকদের উচিত তাদের সন্তানদের ও ছোট ভাইবোনদের অল্প বয়সেই সংক্ষিপ্তভাবে রাসূল সা.-এর জীবনী পড়িয়ে দেয়া। যিনি এ সংক্ষিপ্ত কোর্স পড়াবেন, তাদের রাসূল সা.-এর একটি বিস্তৃত জীবনী গ্রন্থ পড়ে নিতে হবে। আমি দশ পর্বের যে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স প্রণয়ন করেছি, তা এখানে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম পর্ব: এ পর্বে থাকবে রাসূল সা.-এর পরিবার, তার জন্ম, মরুভূমিতে ধাত্রী হালিমার কাছে মানুষ হওয়া, তার দাদা আবদুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালেবের অবদান।

দ্বিতীয় পর্ব: এ থাকবে তার আল আমিন ও আল সাদিক উপাধি পাওয়া। শিশুদের এরকম হতে বলা এবং তার 'হিলফুল ফুজুল' সংগঠন গড়ে তোলা ও জনসেবা। শিশুদের এ প্রসঙ্গে জনসেবক হওয়ার কথা বলতে হবে। রাসূল সা.-এর ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছরের খাদিজা রা.-এর সাথে বিয়ে এবং রাসূল সা.-এর ৫২ বছর বয়স পর্যন্ত খাদিজা রা.-এর সাথে থাকা, তখন খাদিজা রা.-এর বয়স ৬৫ বছর, যখন তিনি মারা যান। রাসূল সা.-এর জীবনের বেশির ভাগ সময় এক স্ত্রীর সাথেই তিনি জীবনযাপন করেছেন।

তৃতীয় পর্ব: এ পর্বে থাকতে পারে রাসূল সা.-এর নবুয়ত লাভ, কুরাইশদের বিরোধিতা ও অত্যাচার, তায়েফে দাওয়াতের জন্য গমন ও সেখানকার ঘটনা।

চতুর্থ পর্ব: এ পর্বে থাকতে পারে রাসূল সা.-এর মিরাজ, হিজরতের আগে ও পরের ঘটনা, মদিনায় প্রথম মসজিদ তৈরি করা।

পঞ্চম পর্ব: এ পর্বে থাকতে পারে, ইহুদিদের সাথে চুক্তি, মদিনা সনদ ঘোষণা, যাতে সবাইকে সম-অধিকার দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মদিনা সনদের প্রধান ধারাগুলো জানিয়ে দেয়া যায়।

ষষ্ঠ পর্ব: এখানে থাকতে পারে বদর, ওহুদ ও আহজাবের যুদ্ধের পূর্বাপর বর্ণনা; বনি কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের ওপর রাসূল সা.-এর ব্যবস্থা গ্রহণ।

সপ্তম পর্ব: এ পর্বে আলোচনা করা যায় ওমরাহ করার জন্য রাসূল সা. ও সাহাবিদের মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়া; কুরাইশদের বাধা এবং পরে হুদাইবিয়ার সন্ধি, হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলাফল।

অষ্টম পর্ব: এ পর্বে আলোচনা করা যায় মক্কা বিজয়ের আগে ও পরের ঘটনা এবং হুনাইনের যুদ্ধের বিবরণ।

নবম পর্ব: এ পর্বে আলোচনা করা যায় বিদায় হজের বিস্তারিত বিবরণ; বিদায় হজে রাসূল সা.-এর ভাষণ, তার ঘোষণা যে, আরবের ওপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করা। তা নিয়ে নেয়া যায় না; নারীদের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

দশম পর্ব: এ পর্বে আলোচনা করা যায় রাসূল সা.-এর অসুস্থতার বিবরণ; আয়েশা রা.-এর ঘরে রাসূল সা.-এর ইন্তেকাল; তার নামাজে জানাজা, আয়েশা রা.-এর ঘরেই তাকে কবর দেয়া; তার মৃত্যুর পর সবার সম্মতিতে আবু বকর রা.-এর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ, রাসূল সা.-এর গুণাবলি এবং তিনি কোনো সম্পদ রেখে যাননি এসব বিষয়।

এসব আলোচনা দশ পর্বেও হতে পারে; কম-বেশিও হতে পারে। আশা করি, যারা এ লেখা পড়বেন তারা সবাই এর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবেন।

লেখক: সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার